দৈনিক ইনকিলাব

2
071

তারিখ 23 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

৮ই ভাদ্র ১৩৯৪ বাং

ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষাঃ একটি প্রস্তাব

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বেশ কতগুলো কৃষি সংস্থা কৃষির উন্নতির সাথে জড়িত। কোন সংস্থা নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করে, কোন সংস্থা সেই প্রযুক্তি কৃষকদের শিক্ষা দেয় এবং তাদের মাঝে বিস্তার ঘটায়, আবার কোন সংস্থা কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে। এই সংস্থাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রধান। বেশীর ভাগ কৃষি গ্রাজুয়েটগণ উল্লিখিত তিনটি সংস্থায় নিয়োজিত হয়ে থাকেন। অতএব, যোগ্য কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরী করা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজগুলোর যেমন দায়িত্ব তেমনি সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোরও দায়িত্ব। কৃষি ছত্রো দক্ষতার সাথে কৃষি ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করতে পারলেই কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা ও কৃষি উপকরণ সরবরাহের মহান উদ্দেশ্যাবলী সাধিত হবে। নিম্নে সুষ্ঠু ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার সম্ভাব্য প্রস্তাব করা হলো।

সিলেবাস পরিবর্তনঃ কৃষি স্নাতক কোর্সের সকল সিলেবাস কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তৈরী করে থাকেন। চার বছর মেয়াদি কোর্সের বিভিন্ন সিলেবাসে সীমিত আকারে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে সিলেবাসের চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে পরিবর্তনের জন্য এই প্রস্তাবটুকু রাখা যায় যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাপনী বর্ষের ছাত্রদের জন্য একটি শস্য ঋতু রিজার্ভ রাখবেন যাতে ঐ সময়ে ছাত্ররা কোন বৃহৎ খামারে অবস্থান করে হাতে কলমে কৃষি কাজ শিখতে পারে। অথবা সমাপনী পরীক্ষার পর নির্দিষ্ট শস্য ঋতুতে ইন্টার্নী হিসেবে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক কোন বড় খামারে ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার স্থানঃ ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার কোর্স ও সিলেবাস পরিবর্তন সাপেক্ষে ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত স্থানগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চারটি আঞ্চলিক গবেষণা ষ্টেশন এবং প্রায় প্রতিটি জেলায় (পুরাতন) অত্র প্রতিষ্ঠানের সাব-স্টেশন আছে। সকল আঞ্চলিক স্টেশন ও সাবস্টেশনে বড় আকারের গবেষণা ফার্ম রয়েছে। ফার্মগুলোতে নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে গবেষণা করা হয়। স্থানীয় মাটি ও আবহাওয়ায় নতুন জাতের ফসলের চাষ, শস্য বিন্যাস এবং আরও নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল প্রভৃতি বিষয়ের উপর গবেষণা করা হয় এবং উন্নত কলাকৌশলের ডেমোনস্ট্রেশন করা হয়।

এসকল খামারে যদি ছাত্ররা একটি শস্য ঋতুর জন্য অবস্থান করে ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ পায় তবে নিঃসন্দেহে তারা যোগ্যকৃষিবিদ হয়ে যে কোন কৃষি সংস্থার উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে।

(খ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন ধরনের বড় বড় কৃষি খামার এস্টেট ও এগ্রো সার্ভিস সেন্টার রয়েছে। এসকল খামারেও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে স্থানীয় মাটি ও আবহাওয়ার সাথে সংগতি রেখে কৃষি উৎপাদন করা হয়। কৃষি ছাত্ররা যে কোন একটি শস্য ঋতু কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের খামারেও অতিবাহিত করে হাতে কলমে কৃষি কাজ শিখে খামার পরিচালনায় দক্ষ হতে পারবে।

কৃষি ফার্মে অবস্থান কালে যা এরা আশপাশের কৃষকদের ব্যবহৃত কৃষি পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে। এবং প্রকৃত কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে।

ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার পদ্ধতিঃ (ক) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি কলেজসমূহ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রভৃতি কৃষি প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সমন্বয়ে ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষা নিমিত্তে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি প্রয়োজনানুসারে ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার সিলেবাস তৈরী করবেন।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ সমূহের ছাত্রদের মধ্যে থেকে প্রতি দশজন ছাত্রের একটি গ্রুপ তৈরী করে এক একটি গ্রুপকে এক একটি খামারে পাঠাতে হবে। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বা প্রধান খামার তত্ত্বাবধায়ক ছাত্রদের ব্যবহারিক শিক্ষার উপদেষ্টা নিযুক্ত হবেন। ছাত্ররা পুরো শস্যঋতুর প্রতিদিনের কাজের ধারাবাহিক রিপোর্ট লিখবে যা কোর্সের শেষে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। অপরদিক উপদেষ্টাগণও প্রতিটি ছাত্র সম্পর্কে প্রগ্রেসিভ রিপোর্ট লিখবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবেন।

মোহাম্মদ হোসেন ভূঁইয়া

(গ) একটি শস্যঋতুর জন্য ছাত্রদের থাকা খাওয়া পড়াশুনা চিকিৎসা ইত্যাদির খরচ সদস্য সংগঠনের বহন করতে হবে। কৃষি শিক্ষা এরূপ হওয়া উচিৎ যাতে প্রতিটি ছাত্র কৃষি গ্রাজুয়েট হয়ে বা ডিপ্লোমা সনদ লাভ করে চাকুরীর মুখাপেক্ষী না হয়ে বরং এন্ট্রাপ্রিনার(Entrapreneur) হতে পারে। কৃষি নার্সারী স্থাপন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করা, বীজ, চারা, কলম ও ফুলের ব্যবসা একজন কৃষিবিদদের জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবসা। নেদারল্যাণ্ডের বহু কৃষি গ্রাজুয়েট এরূপ ব্যবসায় নিয়োজিত। তাই কৃষি শিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষার এরূপ সুযোগ থাকতে হবে যাতে ছাত্ররা চাকুরীর পাশাপাশি কৃষি ব্যবসারও চিন্তা লালন করতে পারে।

বস্তুতঃ কৃষি একটি জটিল বিষয়। কৃষি বিজ্ঞানকে বুঝতে হলে এবং এর জ্ঞানকে উৎপাদনের কাজে সরাসরি প্রয়োগ করতে হলে মৌলিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষারও একান্ত দরকার। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল কৃষি ফার্ম রয়েছে সেগুলো মোটামুটিভাবে কৃষকদের জমির প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা। এ সকল ফার্মে কৃষি ছাত্ররা ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ পেলে তাদের কাজ করার দক্ষতা ও নিপুণতা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি তারা কৃষকদের কৃষি ব্যবস্থা ও আর্থ সামাজিক অবস্থার সাথে পরিচিত হতে পারবে।